OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 671 - 679*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# পুরুলিয়ার ছৌ নাচ : একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত বিশ্লেষণ

ড. সোমনাথ মিশ্র
স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগ
দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ
Email ID: misrasomnath2010@gmail.com
0009-0007-8492-5105

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*Purulia, Chhau Dance, Folk Culture, Educational Significance, Informal Education, Charida Village, Mask Art, Moral Education.*

***Abstract***
*The Chhau dance of Purulia stands as a vibrant and dynamic reflection of the culture and traditions of the Rarh region of West Bengal. It is not merely a form of folk dance; rather, it represents a profound artistic expression of the folk life and collective psyche of the region. The primary objective of this research paper is to examine the structural characteristics of Chhau dance, its artistic construction, and the educational significance embedded within it from sociological and anthropological perspectives. Particular emphasis has been placed on the role of Chhau dance in promoting informal education beyond the framework of formal schooling, especially in rural areas. The study critically explores how this dance tradition, through its synthesis of mythological narratives and symbolic representation, contributes to the development of moral values, historical consciousness, and cultural responsibility. In addition, the research incorporates an analysis of the socio-economic conditions of the mask artisans of Charida village, along with the contemporary challenges faced by this traditional art form. Based on qualitative research methods, including field-level observations and interviews with artists from Purulia, the study concludes that integrating such elements of folk culture into modern educational systems can significantly enhance students' life practices, behavioral patterns, cultural continuity, artistic skills and techniques, as well as their capacity for creative production. Ultimately, such integration can accelerate their overall holistic human development.*

## Discussion

**১. ভূমিকা :** ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে লোকসংস্কৃতি একটি মৌলিক ও অপরিহার্য উপাদান। এটি দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক ও নৃগোষ্ঠীগত প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ছৌ নাচ

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

এই ঐতিহ্যের এক অনন্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'ছৌ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত উৎস মূলত সংস্কৃত 'ছায়া' শব্দ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ হল মুখোশ বা ছদ্মবেশ। এই নাচের প্রধানতম আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্যই হল বর্ণাঢ্য মুখোশের ব্যবহার।

ছৌ নাচের প্রারম্ভিক বিকাশ মূলত গ্রামীণ ও আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন উৎসব উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে। প্রাচীনকালে এটি ছিল মূলত একটি রণকৌশল চর্চার মাধ্যম, যেখানে শরীরের পেশিবল, ভারসাম্য এবং বীরত্বের এক নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ ঘটত। সময়ের বিবর্তনে এই শৈলীটি একটি সমৃদ্ধ নাট্যরীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে বীরত্বগাথা, পৌরাণিক উপাখ্যান এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এটি কেবল বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং রাঢ় বাংলার গ্রামীণ সমাজের জীবনধারা, ধর্মবিশ্বাস ও চিরায়ত মূল্যবোধের এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক দলিল। ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' (Intangible Cultural Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেড়েছে, তবুও এর ভিতরে যে গভীর শিক্ষামূলক দিক বা শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে, তা এখনো সঠিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক (academic) আলোচনার মূল স্রোতে সেভাবে উঠে আসেনি।

**২. সাহিত্য পর্যালোচনা** (Literature Review) : পুরুলিয়ার ছৌ নাচকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দশকে নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক পরিসরে বিস্তৃত গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে, যা এই শিল্পরূপের বহুমাত্রিক গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলির আলোচনায় দেখা যায়, ছৌ নাচ কেবল একটি নৃত্যধারা নয়; বরং এটি ইতিহাস, সমাজ, ধর্মবিশ্বাস এবং লোকজ সংস্কৃতির এক সমন্বিত প্রকাশ। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন গবেষকের কাজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ধারণা নির্মাণ করা এবং সেই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা।

ছৌ নাচের ঐতিহাসিক ও আঙ্গিকগত বিবর্তন বিশ্লেষণে Ashutosh Bhattacharya-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'Puruliyar Chhau Nach' (১৯৭২) গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই নৃত্যধারা আদিম যুদ্ধ কৌশলভিত্তিক শরীরচর্চা থেকে ধীরে ধীরে পৌরাণিক আখ্যাননির্ভর নাট্যরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি নৃত্যের অঙ্গ সঞ্চালনকে একটি সুসংহত কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করে এর শারীরিক ও নান্দনিক দিকগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা পরবর্তী গবেষণার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে। একইভাবে Barun Kumar Chakrabarti তাঁর 'Bengalir Loksanskriti Kosh' - এ ছৌ নাচের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এবং এর সামাজিক বিন্যাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন, যা এই শিল্পের বিস্তৃত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।

সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে Pashupati Prasad Mahato তাঁর 'Jharkhander Loksanskriti' (২০০০) গ্রন্থে ছৌ নাচকে রাঢ় অঞ্চলের ভূমিজ ও কুড়মি সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে এই নাচ কেবল বিনোদনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম, বীরত্ব এবং সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার প্রতিফলন। অন্যদিকে Roma Chatterjee তাঁর 'Representing Local Culture' (২০১৩) গ্রন্থে ছৌ নাচের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি আঞ্চলিক লোকশিল্প আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় পরিচয় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রেও ছৌ নাচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। Richard Schechner তাঁর 'Between Theater and Anthropology' (১৯৮৫) গ্রন্থে এই নৃত্যকে একটি 'পারফরম্যান্স টেক্সট' হিসেবে ব্যাখ্যা করে শিল্পীর অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং দর্শকের সঙ্গে তার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। মুখোশের আড়ালে শিল্পীর আত্মপরিচয়ের সাময়িক রূপান্তর এবং নাট্য অভিজ্ঞতার গভীরতা তাঁর আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। একইভাবে John Arden তাঁর গবেষণায় পুরুলিয়ার শিল্পীদের কঠোর জীবনসংগ্রাম ও তাঁদের শিল্পনিষ্ঠাকে পাশ্চাত্য নাট্যধারার সঙ্গে তুলনা করে একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন, যা এই শিল্পের মানবিক দিককে আরও স্পষ্ট করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

ছৌ নাচের কারিগরি ও শিক্ষাগত দিক সম্পর্কিত আলোচনায় স্থানীয় অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। Anil Sutradhar-এর মতো মুখোশ শিল্পীদের কাজ থেকে মুখোশ নির্মাণের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া এবং তার অন্তর্নিহিত কারিগরি দক্ষতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় সুরম বেরা ও শক্তিপদ কুমারের কাজেও দেখা যায় যে, পৌরাণিক আখ্যানকে সংগীত, নৃত্য ও দৃশ্যমান প্রতীকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা হয়। তবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই শিল্পের প্রয়োগ, বিশেষত National Education Policy 2020-এর প্রেক্ষাপটে, এখনও পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগত সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে।

লোকসাহিত্যের নৈতিক ভিত্তি বিশ্লেষণে Benoy Kumar Sarkar তাঁর 'The Folk-Element in Hindu Culture' (১৯১৭) গ্রন্থে লোক-ঐতিহ্য ও নৈতিক শিক্ষার গভীর সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, লোকজ শিল্প ও আচার সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ছৌ নাচের 'শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব' বিষয়টি এই তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে সরাসরি সাযুজ্যপূর্ণ, যা একে একটি সুসংহত লোকজ্ঞান ব্যবস্থার মর্যাদা প্রদান করে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ছৌ নাচ নিয়ে এযাবৎকাল যত কাজ হয়েছে, তার অধিকাংশই এই শিল্পের ইতিহাস, নান্দনিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এই লোকশিল্পের সম্ভাব্য কার্যকর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে এখনো পর্যন্ত সে ভাবে আলোচনা করা হয়নি। বর্তমান গবেষণাটি মূলত এই অপ্রকাশিত ক্ষেত্রটিকেই কেন্দ্র করে নির্মিত। এখানে ছৌ নাচকে কেবল একটি পারফর্মিং আর্ট হিসেবে নয়, বরং আধুনিক শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকর শিক্ষামূলক মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষত শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার সুযোগ এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে এই শিল্পের সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

**৩. গবেষণার উদ্দেশ্য** (Objectives of the Study) : এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল পুরুলিয়ার ছৌ নাচকে একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা, যেখানে এর ঐতিহাসিক বিবর্তন, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ও প্রতীকী তাৎপর্যকে সমন্বিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজে সামাজিক সংহতি, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্প ও শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি, ছৌ নাচকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে National Education Policy 2020-এর আলোকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এর ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

**৪. গবেষণা পদ্ধতি** (Methodology) : পুরুলিয়ার ছৌ নাচের সামাজিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ লোকসংস্কৃতির মতো জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল বিষয়কে গভীরভাবে বোঝার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিশ্লেষণ অধিক কার্যকর। তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক উৎস হিসেবে পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি অঞ্চলের চড়িদা গ্রাম ও আশপাশের শিল্পী এবং মুখোশ কারিগরদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ এবং অর্ধ-কাঠামোগত সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে; পাশাপাশি মাধ্যমিক উৎস হিসেবে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, গবেষণাপত্র ও নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নৃত্যের গঠন, কৌশল ও সামাজিক প্রভাব অনুধাবন করা হয়েছে এবং প্রতীকী বিশ্লেষণের সাহায্যে চরিত্র ও মুখোশের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণাপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি গ্রহণ, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং কোনো প্রকার বিকৃতি এড়িয়ে চলার মাধ্যমে নৈতিক দিকগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

**৫. মূল আলোচনা ও বিশ্লেষণ** (Main Discussion and Analysis) : পুরুলিয়ার ছৌ নাচকে কেন্দ্র করে এই গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, এটি কেবল একটি লোকনৃত্য নয়; বরং সমাজ, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার এক জটিল ও আন্তঃসম্পর্কিত ক্ষেত্র। এর উৎপত্তি আদিম যুদ্ধকৌশলভিত্তিক অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত হলেও সময়ের সঙ্গে এটি পৌরাণিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

আখ্যানভিত্তিক নাট্যরূপে পরিণত হয়েছে। এই রূপান্তর কেবল শিল্পগত পরিবর্তন নয়, বরং সমাজের পরিবর্তিত চাহিদা ও বিশ্বাসব্যবস্থার প্রতিফলন।

নৃত্যের চাল, মুদ্রা এবং শরীরচর্চা নির্দেশ করে যে এটি একটি সুসংগঠিত শারীরিক ব্যাকরণ অনুসরণ করে, যা শিল্পীদের শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ এবং সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। এই নৃত্যের প্রতিটি উপাদান— মুখোশ, সংগীত, চাল এবং কাহিনি— একটি গভীর প্রতীকী অর্থ বহন করে। দেবতা, অসুর বা বীর চরিত্রের উপস্থাপনার মাধ্যমে 'শুভ' ও 'অশুভ'-এর চিরন্তন দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়, যা দর্শকদের মনে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

এইদিক থেকে ছৌ নাচকে একটি কার্যকর নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একই সঙ্গে, ঝুমুর গান ও লোকগাথার মাধ্যমে এটি স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে জীবন্ত রাখে।

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ছৌ নাচ গ্রামীণ সমাজে সামাজিক সংহতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মানুষ এই নৃত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় এটি একটি সামষ্টিক পরিচয়ের ভিত্তি তৈরি করে। বিশেষত উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই নৃত্য একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে, যা সামাজিক বিভাজন কমাতে সহায়ক।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ছৌ নাচ এবং সংশ্লিষ্ট মুখোশ শিল্প অনেক মানুষের জীবিকার উৎস হলেও তা অত্যন্ত অনিশ্চিত ও মৌসুমি। চড়িদা গ্রামের শিল্পীরা তাদের দক্ষতা ও ঐতিহ্য বজায় রাখলেও পর্যাপ্ত আর্থিক নিরাপত্তা ও বাজারসংযোগের অভাবে তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এই বাস্তবতা নির্দেশ করে যে, লোকশিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন।

শিক্ষাগত বিশ্লেষণে ছৌ নাচের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেখানে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শরীরচর্চা, সৃজনশীলতা, দলগত কাজ এবং নৈতিক শিক্ষা— সবকিছুই এই নৃত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। National Education Policy 2020-এর আলোকে এই ধরনের লোকশিল্পকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশ আরও সুদৃঢ় হতে পারে।

সর্বোপরি, এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা সমাজের মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং শিক্ষাগত সম্ভাবনাকে একত্রে ধারণ করে। এটি শুধু অতীতের ঐতিহ্য নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

**ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও উৎপত্তি :** ছৌ নাচের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এটি মূলত রাঢ় অঞ্চলের আদিম শিকারি ও যুদ্ধপ্রিয় সমাজ থেকে উদ্ভূত। কুড়মি, মুণ্ডা, ভূমিজ ও সাঁওতালদের মতো বীর জনগোষ্ঠীর উৎসব ও রণকৌশল থেকেই এর প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই নৃত্যধারাটি যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতে শুরু করে, তখন এতে শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক প্রভাব যুক্ত হয়। আধুনিক সেরাইকেলা ছৌ নৃত্যের রূপকার হিসেবে বিজয় প্রতাপ সিং দেও-কে গণ্য করা হয়, যিনি এই শিল্পকে বর্তমানের পরিশীলিত রূপ দান করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় এই নাচের যে ধারাটি প্রচলিত, তা 'পুরুলিয়া ছৌ' নামে জগদ্বিখ্যাত। এই ঘরানার শিল্পীদের ক্ষিপ্র গতি এবং শারীরিক কসরত সারা বিশ্বের বিস্ময়। ১৯৯৫ সালে দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর মূল বিষয় হিসেবে এই নাচটিকেই উপস্থাপন করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে পুরুলিয়া ছৌ-এর দুটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়— বান্দোয়ানের ভাবগম্ভীর নাচ এবং বাঘমুন্ডির বীরত্বব্যঞ্জক চাল। ভূমিজদের হাতে শুরু হওয়া এই শিল্পে আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ একে এক বৃহত্তর সামাজিক সংহতির প্রতীকে পরিণত করেছে। ডোম সম্প্রদায়ের বাদকদের ধামসা-মাদলের বোলে যখন কুড়মি বা রাজোয়াড় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা আসর কাঁপান, তখন তা জাতিভেদহীন এক সুস্থ সমাজতত্ত্বেরই ইঙ্গিত দেয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**নৃত্যের আঙ্গিক ও উপস্থাপন রীতি :** ছৌ নাচের উপস্থাপনা মূলত মহাকাব্যিক ও আখ্যানধর্মী। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন অধ্যায়কে কেন্দ্র করে এই নাচের পালাগুলো রচিত হয়। 'বীর' ও 'রৌদ্র' রসই এই নাচের প্রধান উপজীব্য। আসরের শেষে সবসময় 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' অর্থাৎ অধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে ধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়। লোকজীবনের এই রীতি অনুযায়ী, আসর কোনো চারদেয়ালের মঞ্চে নয়, বরং খোলা মাঠের ধুলোমাখা আসরেই জমে ওঠে।

অনুষ্ঠানের সূচনায় ঢাকের গুরুগম্ভীর শব্দের সাথে সাথে গায়ক গণেশ বন্দনা করেন। এরপর একে একে বিভিন্ন দেব-দেবী, অসুর ও পশু-পাখির সাজে সজ্জিত নর্তকরা আসরে প্রবেশ করেন। প্রতিটি দৃশ্যের সংযোগসূত্র হিসেবে কাজ করে 'ঝুমুর গান', যা দর্শকদের পালার কাহিনী বুঝতে সাহায্য করে। মুখোশ পরিধান করার ফলে শিল্পীর মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার উপায় থাকে না। তাই শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংকোচন, প্রসারণ এবং শৈল্পিক কম্পনের মাধ্যমে চরিত্রের আবেগ ফুটিয়ে তোলা হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ নাচের এই কঠিন শারীরিক কৌশলকে মস্তক, স্কন্ধ, বক্ষ, উল্লম্ফন ও পদক্ষেপ— এই পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। শিল্পীদের পা ফেলার ছন্দ বা 'চাল' (যেমন - দেবচাল, বীরচাল বা পশুচাল) এই নাচের এক অনন্য ব্যাকরণ।

**মুখোশ নির্মাণ শিল্প; চড়িদা গ্রামের কারিগরি বিদ্যা :** পুরুলিয়ার ছৌ নাচের প্রাণ হল এর মুখোশ। বাঘমুন্ডি ব্লকের চড়িদা গ্রাম আজ এই শিল্পকর্মের জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এই গ্রামের কয়েকশো পরিবার বংশপরম্পরায় এই সূক্ষ্ম কারুকার্য বজায় রেখে চলেছেন। মুখোশ নির্মাণের এই প্রক্রিয়াটি যেমন শৈল্পিক, তেমনই বিজ্ঞানসম্মত। এর প্রধান ধাপগুলো হল:

- **মাটির ছাঁচ তৈরি :** প্রথমে নদীর পলি মাটি দিয়ে একটি প্রাথমিক অবয়ব বা ছাঁচ তৈরি করে রৌদ্রে শুকানো হয়।
- **কাগজের প্রলেপ :** ছাঁচের ওপর ময়দার আঠা দিয়ে স্তরে স্তরে পুরনো কাগজ বসানো হয়। এটি মুখোশকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো দেয়।
- **কাপড় ও কাবিজের ব্যবহার :** এরপর পাতলা সুতির কাপড় ও বিশেষ 'কাবিজ' (এঁটেল মাটির জল) দিয়ে মুখোশটিকে মজবুত ও মসৃণ করা হয়।
- **পৃথকীকরণ ও অলঙ্করণ :** শুকিয়ে যাওয়ার পর মাটির ছাঁচ থেকে মুখোশের আবরণটি আলাদা করা হয়। এরপর খড়িমাটি ও বিভিন্ন রঙের প্রলেপ দিয়ে চরিত্রের চোখ-মুখ আঁকা হয়। রাংতা, পুঁতি, চুমকি ও পাখির পালকের কারুকাজে মুখোশটি হয়ে ওঠে রাজকীয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি স্থানীয় সম্পদ ও ফেলনা জিনিসের (Recycling) এক চমৎকার ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়।

**লোকসাহিত্যের প্রেক্ষাপট ও আদিম ঐতিহ্য :** লোকসাহিত্যের আঙিনায় ছৌ নাচ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শৈলী। এটি কেবল নৃত্য নয়, বরং একধরনের মূকাভিনয় বা 'মাস্ক থিয়েটার'। দেবী দুর্গা থেকে শুরু করে বনবাসী শিকারি— সবচরিত্রই এখানে মুখোশের আড়ালে জীবন্ত হয়ে ওঠে। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব বা ভগতাপরব এর সাথে ছৌ নাচের এক-অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মূলত শিব ও শক্তির আরাধনাকে কেন্দ্র করে এই নাচের জোয়ার নামে।

ছৌ নাচের প্রতিটি পালার আগে যে 'রঙ' বা 'রঙ ঝুমুর' গান গীত হয়, তা রাঢ় বাংলার লোকসঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ। যেমন - 'অভিমন্যু বধ' পালার শুরুতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চেয়ে যে করুণ সুরের অবতারণা করা হয়, তা দর্শকদের মনে একধরনের ক্যাথারসিস বা আবেগীয় শুদ্ধি ঘটায়। বর্ষার আগমনের আগে অর্থাৎ চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত পুরুলিয়ার আকাশ-বাতাস ধামসার আওয়াজে ও ছৌ শিল্পীদের পদধ্বনিতে মুখরিত থাকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**ছৌ নাচের চাল ও মুদ্রার নান্দনিক ও শরীরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :** পুরুলিয়ার ছৌ নাচের গাম্ভীর্য ও স্বাতন্ত্র্য লুকিয়ে আছে এর বিশেষ ধরনের 'চাল' বা পদবিক্ষেপের মধ্যে। এটি কেবল কতগুলো অঙ্গভঙ্গি নয়, বরং এক গভীর শরীরতাত্ত্বিক ব্যাকরণ। গবেষণার খাতিরে এই চালগুলিকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-

- **দেবচাল ও বীরচাল :** দেবচরিত্র (যেমন— রাম, কার্তিক বা গণেশ) যখন আসরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের পদক্ষেপে একধরনের আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য থাকে, যাকে 'দেবচাল' বলা হয়। অন্যদিকে, যুদ্ধের দৃশ্যে যখন বীরত্বের প্রকাশ ঘটে, তখন দ্রুতগতিতে পদচালনা ও উল্লম্ফনকে 'বীরচাল' বলা হয়। এটি শিক্ষার্থীর মধ্যে শারীরিক ভারসাম্য ও ক্ষিপ্রতা (Agility) বৃদ্ধির এক অনন্য মাধ্যম।
- **রাক্ষসচাল ও পশুচাল :** অশুভ বা দানবীয় চরিত্রগুলির পদবিক্ষেপ হয় অত্যন্ত ভারী ও উদ্ধত, যা দর্শকদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে। আবার অনেক সময় পশু-পাখির (যেমন — সিংহ, ময়ূর বা হনুমান) চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে শিল্পীরা তাদের স্বাভাবিক গতিবিধি অনুকরণ করেন। একে 'পশুচাল' বলা হয়। এটি শিল্পীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা (Observation skills) ও প্রাণিজগতের প্রতি সংবেদনশীলতা তৈরি করে।
- **উলফা ও ডেইগা :** ছৌ নাচের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল এর 'উলফা' বা শূন্যে লাফ দেওয়া। মাটির আসর থেকে প্রায় ৫-৬ ফুট উপরে উঠে ডিগবাজি খাওয়া বা শূন্যে শরীরকে স্থির রাখার এই দক্ষতা দীর্ঘ বছরের সাধনার ফল। এই মুদ্রাগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাস (Self-confidence) জাগ্রত করে।

**শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রাম : শিল্পের নেপথ্যে এক করুণ উপাখ্যান :** প্রবন্ধের এই অংশটি গবেষণার এক মানবিক দিক উন্মোচন করে। মাঠপর্যায়ে শিল্পীদের সাথে কথা বলে যে বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চড়িদা বা বাঘমুন্ডির এই শিল্পীদের জীবন কেবল হাততালিতে সীমাবদ্ধ নয়, তার আড়ালে রয়েছে চরম দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা।

- **মরসুমি আয়ের টানাপোড়েন :** ছৌ নাচের মরসুম মূলত বসন্ত থেকে গ্রীষ্মের শুরু পর্যন্ত। বছরের বাকি সময় যখন বৃষ্টি নামে, তখন আসর বন্ধ হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময় শিল্পীদের দিন কাটে নিদারুণ অর্থকষ্টে। অনেক সময় শ্রেষ্ঠ নর্তক বা দক্ষ মুখোশ শিল্পীকেও পেটের দায়ে খেতমজুরি বা দিন মজুরের কাজ করতে হয়। এটি প্রতিভার এক চরম অবমাননা।
- **শারীরিক ঝুঁকি ও চিকিৎসার অভাব :** ছৌ নাচ অত্যন্ত কসরতপূর্ণ হওয়ার ফলে শিল্পীদের হাড়ের রোগ বা দীর্ঘমেয়াদী পেশির সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় উন্নত চিকিৎসার অভাব এবং আর্থিক সংগতি না থাকায় অনেক শিল্পী অকালেই পঙ্গুত্ব বরণ করেন। লোকসংস্কৃতির এই ধারক-বাহকদের জন্য কোনো সুসংহত স্বাস্থ্যবীমা (Health Insurance) না থাকা এক বিশাল ট্র্যাজেডি।
- **নতুন প্রজন্মের অনাগ্রহ :** প্রবীণ শিল্পীরা আজও এই ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকলেও, নতুন প্রজন্ম এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখে বিমুখ হচ্ছে। শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা এবং আধুনিক তথাকথিত 'ডিজিটাল বিনোদনের' ভিড়ে ছৌ নাচের গাম্ভীর্য ফিকে হয়ে আসছে। এই 'অস্তিত্বের সংকট' নিরসনে কেবল উৎসব নয়, বরং শিল্পীদের সারা বছরের রোজগারের নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন।
- **আধুনিক নারী ও ছৌ নাচ : এক সামাজিক বিপ্লব :** ঐতিহাসিকভাবে ছৌ নাচ ছিল পুরুষশাসিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে এই লোকশিল্প এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। মৌসুমি চৌধুরীর মতো নারী শিল্পীরা আজ মুখোশ পরে আসর কাঁপাচ্ছেন। এটি সমাজকে শেখায় যে শিল্পে কোনো লিঙ্গভেদ নেই। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ছৌ নাচের প্রশিক্ষণ দিলে তাদের মধ্যে নারীবাদী চেতনা ও আত্মরক্ষা (Self-defense) করার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এটি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য— লিঙ্গ সমতা (Gender Equality) প্রতিষ্ঠার এক বাস্তব উদাহরণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**৬, শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance) :** পুরুলিয়ার ছৌ নাচ স্রেফ একটি আঞ্চলিক বিনোদন মাধ্যম নয়; এটি শারীরিক নৈপুণ্য, মহাকাব্যিক প্রজ্ঞা, সৃজনশীল শিল্পকলা এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন। এটি শিক্ষার্থীর অন্তরে ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতার বীজ বপন করার পাশাপাশি নিজস্ব শেকড়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে। আধুনিক শিক্ষার মানদণ্ডে বিচার করলে ছৌ নাচকে একটি বহুমুখী শিক্ষামাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর প্রতিটি স্তর শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয় :

- **আঞ্চলিক ভাষা ও লোকগাথার সেতুবন্ধ :** ছৌ নাচের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ঝুমুর গান এবং মৌখিক লোকগাথা। এগুলো শিক্ষার্থীদের তাদের স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত করে। একে একটি 'সাংস্কৃতিক অবগাহন' (Cultural Immersion) বলা যেতে পারে, যা প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকের শুষ্ক তাত্ত্বিক সীমানা ছাড়িয়ে জ্ঞানার্জনকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও বাস্তবসম্মত করে তোলে।
- **শিল্প-সমন্বিত শিক্ষা (Art-Integrated Learning) :** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার যে কথা বলা হয়, ছৌ নাচ তার এক সার্থক উদাহরণ। এটি একই বৃত্তে শারীরিক কসরত, সূক্ষ্ম কারুশিল্প (মুখোশ নির্মাণ) এবং ইতিহাসের (পুরাণচর্চা) সমন্বয় ঘটায়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যদি ছৌ নাচের হাতে-কলমে কর্মশালা চালু করা যায়, তবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কল্পনাশক্তি যেমন বাড়বে, তেমনই উন্নত হবে তাদের দলগত সমন্বয় বা 'টিমওয়ার্ক'-এর দক্ষতা।
- **বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) :** চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্প এই প্রসঙ্গে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি পূর্ণাঙ্গ মুখোশ তৈরির প্রতিটি ধাপ— মাটির ছাঁচ তৈরি থেকে অলঙ্করণ— এক সুবিন্যস্ত ও কারিগরি দক্ষতা দাবি করে। এই শৈলীকে যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সম্পদ ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের দিশা খুঁজে পাবে। এটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও ঐতিহ্য রক্ষা—উভয় ক্ষেত্রেই এক ইতিবাচক পদক্ষেপ।
- **অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানার্জন (Experiential Learning) :** 'অভিমন্যু বধ' বা 'মহিষাসুর বধ'-এর মতো আখ্যানগুলো যখন মঞ্চে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বা পুরাণের সেই বিশেষ মুহূর্তগুলোকে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। এই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান পাঠ্যবইয়ের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী এবং প্রভাবশালী হয়।
- **শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক স্থিতিশীলতা :** ছৌ নাচ অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য এবং এতে দেহের ভারসাম্য, পেশি শক্তি ও মুদ্রার সুক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলাবোধ, আত্মপ্রত্যয় এবং মানসিক দৃঢ়তা গড়ে ওঠে। এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
- **নৈতিক মূল্যবোধের পাঠ :** ছৌ নাচের অধিকাংশ পালার মূল দর্শন হলো 'অশুভের বিনাশ এবং সত্যের জয়'। এই নৈতিক বার্তাটি শিক্ষার্থীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে, যা তাদের সুন্দর চরিত্র গঠন এবং সামাজিক ন্যায়বোধ তৈরিতে প্রচ্ছন্নভাবে সাহায্য করে।
- **নান্দনিকতা ও রুচিবোধের বিকাশ :** ধামসা, মাদল ও শানাইয়ের গুরুগম্ভীর ধ্বনি এই নৃত্যের ছন্দ ও আবেগের ভিত্তি। এটি শিক্ষার্থীদের সঙ্গীততত্ত্ব, তালের বৈচিত্র্য এবং নান্দনিক সমন্বয়ের পাঠ দেয়। অবসরের বিনোদন যখন শৈল্পিক উৎকর্ষে পৌঁছায়, তখন তা শিক্ষার্থীর রুচিবোধকেও উন্নত করে।
- **সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষা :** বিশ্বায়নের এই যুগে অনেক লোকশিল্পই আজ হারিয়ে যাওয়ার মুখে। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ছৌ নাচকে স্থান দিলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই শিল্পের প্রতি মমত্ববোধ জন্মাবে। তারা নিজেদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি তা সংরক্ষণের সামাজিক দায়বদ্ধতাও অনুভব করবে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

- **চরিত্র বিশ্লেষণ ও প্রতীকী শিক্ষা :** ছৌ নাচের চরিত্রগুলো কেবল নাট্যরূপ নয়; এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য গভীর নৈতিক ও প্রতীকী অর্থ বহন করে। দেবী দুর্গা ন্যায় ও শক্তির প্রতীক, মহিষাসুর অহংকারের প্রতীক, অর্জুন একাগ্রতার প্রতীক, অভিমন্যু সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতীক এবং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও পথপ্রদর্শনের প্রতীক।এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে শেখে।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) ও পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মেলবন্ধন :** ভারত সরকারের প্রস্তাবিত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) দেশের বহুভাষিক ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিকে শিক্ষার মূলস্রোতে একীভূত করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এই শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান অভিমুখ হল শিক্ষার্থীদের মনে 'ভারতীয়ত্ব' এবং দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গৌরবের বোধ জাগ্রত করা। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ একটি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

  NEP 2020-এর নির্দেশনা অনুযায়ী মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং স্থানীয় ইতিহাস চর্চার যে কথা বলা হয়েছে, ছৌ নাচের ঝুমুর গান ও লোকগাঁথা তার শ্রেষ্ঠ সহায়ক। একে সার্থক 'সাংস্কৃতিক অবগাহন' হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই নীতিতে 'শিল্প-সমন্বিত শিক্ষা' (Art-Integrated Learning)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; ফলে মুখোশ নির্মাণের কারিগরি বিদ্যা, মুদ্রার শরীরচর্চা এবং পৌরাণিক গল্পের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাবকে বিকশিত করে। এছাড়া, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা' (Vocational Education) প্রসারের যে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, সেখানে চড়িদা গ্রামের মুখোশ নির্মাণ শৈলীকে একটি বিশেষ পাঠক্রম হিসেবে স্বীকৃতি দিলে একদিকে যেমন নতুন প্রজন্মের সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে, তেমনই এই প্রাচীন শিল্পটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। সর্বোপরি, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার বদলে ছৌ নাচের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'অভিজ্ঞতামূলক শিখন' (Experiential Learning) শিক্ষার্থীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে, যা মুখস্থ বিদ্যার প্রথাকে ভেঙে একটি আধুনিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষার মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলে।

**৭. গবেষণালব্ধ ফলাফল ও আলোচনা (Findings and Discussion) :** এই গবেষণার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, যা সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্রথমত, এটি শুধুমাত্র একটি নৃত্যধারা নয়; বরং এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক স্মৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক মূল্যবোধের একটি জীবন্ত বহিঃপ্রকাশ। নৃত্যের আখ্যান, চাল এবং মুদ্রার মধ্যে দিয়ে 'শুভ ও অশুভ'-এর দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করা হয়, যা দর্শকদের মনে নৈতিক বোধ এবং ন্যায়চেতনা গড়ে তোলে। ফলে ছৌ নাচকে একটি কার্যকর নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দ্বিতীয়ত, এই গবেষণায় দেখা গেছে যে ছৌ নাচ গ্রামীণ সমাজে সামাজিক সংহতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মানুষ এই নৃত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় এটি এক ধরনের সামষ্টিক সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে সহায়ক। উৎসব ও পার্বণের মাধ্যমে এই নাচ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, অংশগ্রহণ এবং ঐক্যের অনুভূতি জাগ্রত করে, যা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃতীয়ত, চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্প বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিমূলক দক্ষতা হলেও শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও অনিশ্চিত। মৌসুমি আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা, বাজারব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব এই শিল্পের টেকসই বিকাশে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

চতুর্থত, শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ছৌ নাচের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেখানে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। শারীরিক সক্ষমতা, সৃজনশীলতা, দলগত সমন্বয় এবং নৈতিক মূল্যবোধ— সবকিছুই এই নৃত্যের মাধ্যমে বিকশিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 83*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 671 - 679*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

National Education Policy 2020-এর আলোকে ছৌ নাচকে 'শিল্প-সমন্বিত শিক্ষা' ও 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা'-এর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এই গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ কেবল একটি লোকশিল্প নয়; এটি একটি সুসংহত সামাজিক ও শিক্ষাগত ব্যবস্থা, যা যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও কার্যকরভাবে সমাজ ও শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

**উপসংহার** (Conclusion) : এই গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা শিল্প, সমাজ এবং শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। এটি কেবলমাত্র একটি লোকনৃত্য নয়; বরং এটি একটি কার্যকর সাংস্কৃতিক মাধ্যম, যার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ, ঐতিহাসিক চেতনা এবং নৈতিক ধারণা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ছৌ নাচের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য— যেমন অঙ্গভঙ্গির শারীরিকতা, মুখোশের প্রতীকী ব্যবহার, এবং পৌরাণিক আখ্যানের উপস্থাপনা— শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণের সুযোগ প্রদান করে।

আমার এই গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ছৌ নাচ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়াকে অভিজ্ঞতামূলক ও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সক্ষম। তদুপরি, চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্পের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প কেবল সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারক নয়, বরং সম্ভাব্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। তবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এখনও চ্যালেঞ্জপূর্ণ। অতএব, নীতিনির্ধারক পর্যায়ে উপযুক্ত সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং বাজারব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। সার্বিকভাবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি কেবল সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে সহায়ক নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

## Bibliography:

কর, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা : অপর্ণা পাবলিশার্স।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *পুরুলিয়ার ছৌ নাচ*, কলকাতা : রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

মাঠপর্যায়ের সাক্ষাৎকার : অনিল সূত্রধর (মুখোশ শিল্পী), চড়িদা, বাঘমুন্ডি।

অন্যান্য উৎস : ইউনেস্কো হেরিটেজ লিস্ট ও বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ।

Chatterjee, R. (2013). *Representing local culture : The Chhau dance of Purulia*. Oxford University Press.

Mahato, P. P. (2000), *Jharkhander loksanskriti*. Dey's publishing.

Bhattacharya, A. (2005), *Banglar lokonritya*. Paschim Banga Bangla Akademi.

Sarkar, B. K. (1917), *The folk-element in Hindu culture*. Longmans, Green and Co.

বিজয় প্রতাপ সিং দেও ও আধুনিক সেরাইকেলা ছৌ, আর্ডেন, জন (১৯৭১), 'পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যশিল্পীগণ', *থিয়েটার ইন এশিয়া*, টিডিআর ১৫।

ভট্টাচার্য, আসুতোষ (1972), *পুরুলিয়ার ছৌ নাচ*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রধর, অনিল (২০১৪), লেখকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, চারিদা, বাঘমুন্ডি।

মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল কলকাতা (ইউএসসিজি) (২০২১), 'নট আ ম্যান'স ওয়ার্ল্ড মৌসুমী চৌধুরী'।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, পৃষ্ঠা ১৮৮।

Pal, Prashanta, 'Debir Mukhosher Adhikar Meyeder Diyechhen Mousumi', *Anandabazar Patrika*, 23 Oct. 2020